আমার দেশ

মঙ্গলবার ৩ জুন ২০০৮, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫

শিক্ষার নিম্নমানের ফাঁদ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে

ড. এম. আজিজুর রহমান

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আমলের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রায় একশ' বছরের শিক্ষার ইতিহাস তথা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম বেশি দুই হাজার। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করে আসছে। নন রিচার্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগুলো আমাদের শত বছর ধরে শিক্ষাদানের পাশাপাশি কোচিং, কাউন্সিলিং/নির্দেশনা, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি প্রভৃতি কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এসব প্রতিষ্ঠান দেশের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কোনো গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। গবেষণা প্রবন্ধ বলতে এ সুদীর্ঘ সময়ে যা দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা হলো, কিছু জার্নাল, ম্যাগাজিন, পেপার আর্টিকেল, বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কিং পেপার ও রিপোর্ট আকারে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশনা। অবশ্য এ কার্যক্রমগুলো মূলত পরিচালিত হয়েছে ব্যক্তিগত প্রকাশের স্বার্থে তথা নিয়োগ-পদোন্নতির জন্য। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল যে ভূমিকা অর্থাৎ শিক্ষাদানের পাশাপাশি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণায় নিয়োজিত রাখা, সেই ভূমিকা পালনে তারা বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা অবলোকন করে যা দেখা যায় তা হলো, এ দেশের মানুষ সনদসর্বস্ব শিক্ষা গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী। এ দেশের মানুষ কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ডিগ্রিবিহীন কার্যকর শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী নয়। তারা বিএ, এমএ ডিগ্রি সম্পন্ন করে সনদপত্র লাভ করতে চায়। এসব সনদ অর্জনকারী বেশির ভাগ লোকই দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারে না।

বাংলাদেশের সনদ প্রদানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনেক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও সনদ গুণগত মান অর্জন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় দেড় বছর আগে চীনের একটি গবেষণা কেন্দ্র থেকে বিশ্বমানের ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এ তালিকায় প্রতিবেশী দেশ ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হলেও বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানও বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এটি বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসের একটি লজ্জাজনক ঘটনা।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দীর্ঘকাল যাবত নিম্নমানের ফাঁদে আটকে পড়ে আছে। এ কারণে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি Low Level Equilibrium Trap নামে আরো একটি বড় ফাঁদে ঘুরপাক খাচ্ছে। যার ফলে দেশজ মোট উৎপাদন অপ্রত্যাশিতভাবে অতি কম হচ্ছে; কর্মসংস্থানের অভাব, বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি, দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিস্থাপকতা, উৎপাদনশীলতার অভাব ইত্যাদি কারণে মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে Low Level Equilibrium Trap থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের করে আনতে পারা খুব জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক বিকল্প আমাদের সামনে খোলা থাকলেও দেশ বাঁচানোর সর্বোত্তম উপায় হিসেবে শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার নিম্নমানের ফাঁদ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হাতে নিতে হবে। একথা ঠিক যে, চেষ্টা করলেই সব কাজে শতভাগ সফলতা আসে না। তবে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অবশ্যই আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরিতকরণ, আয় ও কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করে সভ্য, সুশিক্ষিত এবং উন্নত দেশের নাগরিকের মতো সম্মানিত মনুষ্যের পরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারব।

মান্ধাতা ও সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বমানের শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষার নতুন ও আধুনিক মডেল খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা এর সমসাময়িক আরো উন্নতমানের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতে হবে। বিশ্বমানের শিক্ষা চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশি-বিদেশি মানসম্পন্ন শিক্ষক, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও সংশ্লিষ্ট ভৌত সুবিধাদিরও সম্মুসারণ করতে হবে। দরিদ্র হলেও বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের কয়েকটি শিক্ষা-সেবা বাজারের সমতুল্য বিধায় বিশ্বের অনেক ধনী বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের শিক্ষা-সেবা বাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এডুকেশন (সার্ভিসেস) ইন্ডাস্ট্রি বা শিক্ষা-সেবা শিল্প বা সেবাধর্মী এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেয়া এখন সময়ের দাবি।

যে কোনো দেশের উন্নয়নের স্মারক হিসেবে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বাংলাদেশের বিরাজমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার মানোন্নয়ন সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার মতো বিষয়। তাই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এর মানোন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নিকট-ভবিষ্যতে এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের শিক্ষা নিম্নমানের ফাঁদ থেকে মুক্ত হবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও গতি সঞ্চার হবে।

বাংলাদেশের বিরাজমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার মানোন্নয়ন সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার মতো বিষয়। তাই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এর মানোন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নিকট-ভবিষ্যতে এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের শিক্ষা নিম্নমানের ফাঁদ থেকে মুক্ত হবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও গতি সঞ্চার হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি